

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ Disaster Management

দুর্যোগ বলতে দুর্ঘটনাকে বোঝায়, যা প্রাকৃতিকভাবে বা মনুষ্যসৃষ্ট কর্মের দ্বারা সংঘটিত হয় যার ফলে বিধ্বংসী ফলাফল ঘটে। তবে আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা হলে এই দুর্ঘটনাগুলি এড়ানো যেতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধ বা এর পরবর্তী প্রভাব পরিচালনার এই প্রক্রিয়াটিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

WBCS Ecam তে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে অধ্যয়ন করা হয়, তবে এটি পরিবেশ ও বাস্তুশাস্ত্রের সিলেবাসেও পড়া যেতে পারে। এই নিবন্ধে, আপনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এর ধরন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, প্রকল্পের সাথে জড়িত পর্যায়গুলি, জড়িত কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কী তা শিখবেন।

### দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কি?

দুর্যোগ এমন একটি অবস্থা যা প্রাকৃতিকভাবে বা মনুষ্যসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সৃষ্ট হয় যা মানুষ এবং প্রাণীর জীবনে একটি বিশাল বিঘ্ন ঘটায়। এই বিপর্যয়গুলি বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি হতে পারে, বা কিছু কুখ্যাত মানব উপাদানদ্বারা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য জৈবিক বা রাসায়নিক অস্ত্র হতে পারে। বিশেষ দল এই দুর্যোগগুলি প্রতিরোধ করার জন্য বা তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তাৎক্ষণিক ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জীবনকে সাহায্য করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন 2005 অনুযায়ী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে পরিকল্পনা, সমন্বয়, সংগঠিত এবং বাস্তবায়নের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি

- পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন
- যে কোনও হুমকির বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া
- যে কোনও দুর্যোগ বা তার পরিণতির প্রশমন
- যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি
- জীবিতদের উদ্ধার, উদ্ধার ও ত্রাণ
- সক্ষমতা বৃদ্ধি
- যে কোনও দুর্যোগের পরে-প্রভাবের তীব্রতা মূল্যায়ন করা

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধরন

দুর্যোগকে তাদের উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল সেইগুলি যা জলবায়ু বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা (জল / পৃথিবী) এর পার্থক্যের কারণে প্রাকৃতিকভাবে ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হতে পারে

প্রকৃতির অবিচলিত বা দ্রুত বিশৃঙ্খলার ফলে যা জীবিকার উপর প্রভাব ফেলে। এসব দুর্যোগ জীবন ও সম্পদ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, মহামারী এবং বন্যপ্রাণীর দাবানল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ।

- মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়: নাম থেকে বোঝা যায়, মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়গুলি সমাজের কিছু কুখ্যাত উপাদানদ্বারা সৃষ্ট অশান্তির কারণে ঘটে, বা তারা মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে পারে, যার ফলে পরিবেশগত অবনতি ঘটে। বোমা বিস্ফোরণ, জৈবিক অস্ত্র, বন উজাড়, দূষণ, দুর্ঘটনা (দড়ি-পথ, যাত্রীবাহী বাস) ইত্যাদি মানুষের জীবনের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগগুলির মধ্যে একটি।

### দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায়সমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফেজ মডেল নিয়ে এসেছে এবং জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিয়ে এসেছে। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জীবনচক্র নামেও পরিচিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী, দুর্যোগের চারটি পর্যায় রয়েছে এবং এগুলি হল:

- প্রশমন: প্রশমনকে প্রাক-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা একটি দুর্যোগের দুর্বল প্রভাব হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে সংশোধিত জোনিং, পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার শক্তিশালীকরণ, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ ধারণাগুলির মতো বিকল্পগুলি যা একটি দুর্যোগের পরবর্তী প্রভাবগুলি হ্রাস করতে পারে।

- **প্রস্তুতিমূলক:** এই পর্যায়ে সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানো, তাদের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষিত করা এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে এবং দুর্যোগ থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমের গাইডটি কীভাবে একটি কার্যকর সংস্থা এবং ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে আরও ভালভাবে প্রস্তুত করা যায় সে সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করে যা দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারে।
- **প্রতিক্রিয়া:** প্রতিক্রিয়াতে দুর্যোগ সম্পর্কে সব প্রয়োজনীয় তথ্য জড়িত। এটি একটি ব্যবসা পুনরুদ্ধার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সাথেও জড়িত, যেমন পরবর্তী শর্তাবলীতে, মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য জীবন বাঁচানো থেকে শুরু করে এবং পরিষ্কার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়।
- **পুনরুদ্ধার:** পুনরুদ্ধার হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার শেষ পর্যায় যা সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে স্বাভাবিক করার জন্য দায়ী। এই পর্যায়ে, প্রভাব আবার পরিবেশগত, শারীরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

## দুর্যোগের কারণ

বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তারা নিম্নলিখিত -

- **শিল্পায়ন:** শিল্পায়ন দুর্যোগের একটি প্রধান কারণ কারণ এটি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে ঘটে, যা আরও চরম আবহাওয়ার অবস্থার দিকে পরিচালিত করে।

- পরিবেশগত অবক্ষয়: উঁচু ভবন এবং অবকাঠামো নির্মাণের জন্য গাছ কাটার ফলে বন উজাড় হয়ে যায়, যার ফলে মাটির ক্ষয় হয় যা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে পরিচালিত করে।
- রাজনৈতিক সমস্যা: দেশগুলির মধ্যে ঠান্ডা এবং তীব্র যুদ্ধের ফলে চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিস্তৃত দুর্যোগ সৃষ্টি করে।
- উন্নয়নমূলক সমস্যা: জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুত নগরায়ন এবং ভূমির শোষণ অবশেষে গাছ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানগুলির অপসারণের দিকে পরিচালিত করে, যা বিপর্যয়ের কারণ হয়।

### জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, 2005

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন 2005 সরকার কর্তৃক পাস করা হয়েছিল। (রাজ্যসভা 28 নভেম্বর 2005 সালে এই আইনটি পাস করে, 12 ডিসেম্বর 2005 সালে লোকসভায়, এবং 23 ডিসেম্বর 2005 সালে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়)। লক্ষ্য ছিল যে কোনও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জীবিতদের ত্রাণ সরবরাহ করা এবং যে কোনও দুর্যোগের আগে ও পরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা। 2005 সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনে, এটি দেখার জন্য বেশ কয়েকটি গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছিল। এই বডিগুলো হল

NDMA-ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি

এটি দুর্যোগের মারাত্মক প্রভাব মোকাবেলার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি ও নির্দেশিকা প্রস্তুত করে। এই আইন অনুসারে, NDMA-তে 5 বছরের মেয়াদের একজন চেয়ারপার্সন সহ 9 জন সদস্য থাকতে পারে।

NEC- জাতীয় নির্বাহী কমিটি

এটি সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং প্রতি বছর এর পর্যালোচনা নিশ্চিত করে।

SDMA-স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি

এটি জাতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রাক-পরিকল্পনার বিষয়ে সমস্ত রাজ্যের দিকে নজর রাখে।

NDRF-ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স

এটি একটি বিশেষ বাহিনী যা দুর্যোগের সময় বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সহায়তা ও সহায়তা করার জন্য গঠিত হয়।

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাতীয় নীতি, 2009**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি, 2009 এর লক্ষ্য শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত স্তরে প্রতিরোধ এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি কার্যকর সংস্কৃতি প্রচার করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি, 2009 এর মূল বিষয়গুলি হল:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন 2005 -এর লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি 2009 প্রণয়ন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল দেশের দুর্যোগ মোকাবেলায় একটি রোডম্যাপ তৈরি করা।
- এটি মানুষকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার এবং চরম পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি স্মার্ট প্রযুক্তি-ভিত্তিক কৌশল তৈরি করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়েছিল।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যেমন আর্থিক ও আইনি ব্যবস্থা, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে।

### জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, 2016

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, 2016 দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করার জন্য ভারতের প্রথম উদ্যোগ। ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (NDMA) এই পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এটি সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং এর লক্ষ্য ছিল দেশের বিপর্যয়কে নীরব করা যা সম্পদ এবং জীবন হারাতে হ্রাস করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, 2016 এর প্রধান বিষয়গুলি হল:

- 2016 সালে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রথম শুরু করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল দেশকে একটি দুর্যোগমুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তোলা এবং একটি দুর্যোগের পরে সীমাবদ্ধ করা।
- 2015 সালের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, 'ভারতকে সব খাত জুড়ে একটি দুর্যোগ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার মাধ্যমে

উল্লেখযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা, দরিদ্র থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগতসহ বিভিন্ন রূপে জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা। যখন সকল স্তরে দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়"।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কি একই রকম?

না। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি সংস্থার প্রধানদের নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করে যত্ন নিচ্ছে, যখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি দুর্যোগের বেঁচে থাকার জন্য ত্রাণ সরবরাহ করার প্রস্তাব দেয় বা পোস্ট করার আগে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী সংস্থার নাম কী?

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি দায়ী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সংস্থাটি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ভারতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা কী?

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভারতের নীতি কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দুর্যোগ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং মুক্তি দিতে সহায়তা করে।



2005 সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন?

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন 2005 একটি আইন যা দুর্যোগের অগ্রিম এবং পোস্টগুলিতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।